অমৃতবাজারপত্রিকা

৩ য় ভাগ } ১২ ইচৈত্র বৃহস্পতিবার সন১২৭৬সাল ২৪শে মার্চ্চ ১৮৭০ খৃঃ অব্দ } ৩সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১২ ই বৃহস্পতিবার

"কলেজের অধ্যাপকের,, পত্র প্রকাশ করা গেল। পত্র প্রেরক আমাদিগকে উন্মাদ ভাবেন, কিন্তু তাঁহার যেরূপ মনের ভাব সম্ভবতঃ তিনি আমাদের অপেক্ষা বেশী উন্মাদ।

নড়ালের জমিদার উমেশ বাবুর অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক দিগের সম্পত্তি সম্বন্ধে যশোহরের জজ যে সাব্যস্ত করেন, হাই কোর্টের আপীলে তাহাই বহল রহিয়াছে। অর্থাৎ ষ্টিবিন সাহেব মানেজার হইলেন।

সাহায্যকৃত ডিসপেন্সরীতে গবর্ণমেণ্ট বিলাতি ঔষধ যোগাইবেন প্রতি শ্রুত আছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা দিন দিন ঔষধ কমাইয়া এক্ষণ নাম মাত্র ঔষধ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে কয়েক বার লিখিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের ডিসপেন্সরীতে ঔষধ দিবার সময় আবার উপস্থিত, অতএব আমরা এ সময় তাহাদিগকে পূনরায় স্মরণ করিয়া দিতেছি যে তাহারা যে ঔষধ দেন তাহা অব্যবহিত কাল মধ্যে পর্য্যবসিত হয়, এবং শেষে রোগীরা প্রায় উপযুক্ত ঔষধ পায়না। আমরা শুনিলাম ডিসপেন্সরীর ডাক্তারেরা গবর্ণমেণ্টের ঔষধ অপহরণ দ্বারা নিজে ব্যবহার করে বলিয়া নাকি গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়ে ঔষধ যথা পরিমাণে দেন না। এবিষয় যদি সত্য হয় তবে ডাক্তার গণের ভারি কলঙ্কের বিষয়, কিন্তু আমরা এরূপ চরিত্রের ডাক্তার প্রায় দেখি নাই, অতএব বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা যথা পরিমাণে পালন না করিবার এই একটি ছুতা মাত্র।

গত কল্য বোধ খানার দোল আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্দেশে ইহার মত মেলা আর নাই। এই মেলায় নানা স্থান হইতে বিস্তর লোক আইসে ও অনেক টাকার সামগ্রী বিক্রয় হয়। এ রূপ মেলা যত অধিক হয় তত ভাল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক সময় ইহা কর্ত্তৃক ওলাউঠার সৃষ্টি হয়! বোধখানার দোলে এই ভয়ের বিশেষ কারণ আছে। মেলাটী বাঁওড়ের ধারে হয়, অতি অল্পকাল মধ্যে উহা কর্দ্দমময় হয়। বাজার একটী অতি সংকীর্ণ স্থানে বসে, বোধহয় সে স্থানটী দুই বিঘার বড় বেশী হইবে না,, কিন্তু ইহার মধ্যে সহস্র ২ দোকানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া ৫। ৭ দিবস বাস করে। ইহা পুলিসে অনায়াসে নিবারন করিতে পারেন। এই বাজারের মধ্য দিয়া গতায়তের এত কষ্ট যে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। আমরা ভরসা করি যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিবেন। বোধ করি অন্তত জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একবার স্বয়ং ঐ স্থানে গমন করিবেন। করিয়া যাহাতে গলির মধ্যে একটু বাতাস খেলে তাহার উপায় করিবেন। বোধখানার দোলে আর একটা অত্যাচার হইত, এখনও হইয়া থাকে। এখানে বেশ্যা গণ ছাপড়া ফেলে, বোধ হয় পুলিসে তাহা করিতে দিবেন না।

গত ১১ ই মাচ তারিখে গবণর জেনারেলের কৌন্সেলে ষ্ট্রেচি সাহেব "মাপ ও ওজন,, সম্বন্ধে বিল উপাস্থিত করেন। আমাদের প্রচলিত মাপ ও ওজনের পরিবর্ত্তন যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা, আমরা পূর্ব্বে বিস্তারূপে লিখিয়াছি। তখন আমরা ফরাশিশ দিগের ওজন পদ্ধতি প্রচলিত করিতে অনুরোধ করি, ষ্ট্রেচি সাহেবের মত তাহাই। মাপ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের প্রতি কোন আজ্ঞা প্রচার করিবেন না, কেবল গবর্ণমেণ্ট আফিস সমুদায়ে, রেলওএ আফিসে, ও মিউনিসিপাল বিভাগে নুতন মাপ প্রচার হইবে। ওজন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করিবেন তাহা সর্ব্ব সাধারণের পালন করিতে হইবে। ষ্ট্রেচি সাহেব আরো দেখান যে, এই ফারাসিস পদ্ধতি প্রচলিত করিবার আর একটী বেশ কারণ আছে। আমাদের দেশে শেরের ওজন প্রচলিত, আর সৌভাগ্য ক্রমে ফরাশিস কিলোগ্রাম ও শের ওজনে ঠিক এক প্রকার। কিন্তু ইহাও আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

এত দিবস পরে বোম্বাই ও কলিকাতা রেলওএ দ্বারা সংলগ্ন হইল। পঁচিশ বৎসর গত হইল প্রথম এই লাইন জরিপ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম ১৮৫৩ সালে বোম্বাই হইতে ২৩ মাইল লাইন খোলা হয়, ১৮৫৬ সালে থল ঘাট লাইন ও ১৮৬৩ সালে ভসোয়াল পর্য্যন্ত লাইন আইসে আর এক্ষনে ১০৭০ মাইল খোলা হইয়াছে! সুতরাং কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ১৩০০ মাইল রেলওএ স্থাপিত হইয়াছে। অতএব রেলওএ দ্বারা ভারতবর্ষের উত্তর, পূর্ব্ব, ও দক্ষিন সংমিলিত হইল।

এই লাইন খোলার উৎসবোপলক্ষে ভারি সমারোহ হইয়া গিয়ছে। রাজপুত্র, লর্ডমেও, বোম্বাইর গবর্ণর, স্যার সলার জং, হুলকার, পান্না প্রভৃতি অনেকে এই উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। এই কার্য্যে গুরুতর সমারোহ হইবার কথা। ইংলণ্ড এক্ষণে ভারতবর্ষের অতি নিকট হইল। এদিকে সুয়েজ প্রণালী খোলা হইয়াছে। আবার বোম্বাই কলিকাতা ও লাহোর রেলওএ দ্বারা সংলগ্ন হইল, সুতরাং ইংরাজ দিগের আধিপত্য অতি দৃঢ় রূপেই স্থাপিত হইল। জব্বলপুর নগরটীর জামালপুরের ন্যায় ক্রমে হীন দশা হইবে ও সম্ভবত কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইএর সৌভাগ্য হইবে।

বাঙ্গালায় ২৫০০০০ বর্গ মাইল ভূমি, কিন্তু ইহাতে ১৮৬৯ মাইল পাকা, আর ৬০৬৪ কাঁচা পুলশূন্য রাস্তা আছে। শেষোক্ত সকল গুলিকে রাস্তা না বলিলেও চলে। তাহার মধ্যে অনেক ভাগাড়। অথচ এই বাঙ্গালা দেশে সমগ্র ভারতবর্ষের ৩ ভাগের এক ভাগ কর আদায় হয়। পাটনায় বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রাস্তা ভাল, কিন্তু তবু সেখানে প্রত্যেক ২০ বর্গ মাইলে ৪ মাইল রাস্তা অথচ বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে প্রত্যেক ২০ মাইলে এক মাইল ভাগাড় বই নয়। ফ্রান্সে ঐরূপ প্রত্যেক ২০ বর্গ মাইলে ১০ ও ইংলণ্ডে ২৬ মাইল উত্তম রাস্তা।

ঢাকা প্রকাশ হইতে আমরা নিম্নের সংবাদটী লইল। সঃ

বিগত ২৪ শে মাঘ জলপাই গুড়ির অন্তঃপাতি ঢাকল নামক স্থানে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গি

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

য়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত বাবু হরিকিশোর চক্রবর্ত্তী, নিবাস আটিয়া বয়স আনুমান ৩০ বৎসর। কন্যার নাম শ্রীমতি দীনতারিণী দেবী, নিবাস জলপাইগুড়ির অন্তর্গত মেনা গ্রাম, বয়স অনুমান ২১ বৎসর পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ চৌধুরি। ১২৭৫ সনে এই কন্যার প্রথম পরিণয় হয়। অল্পদিন পরেই বৈধব্য ঘটে। বৈধব্য যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় ইনি স্বীয় সুখে পিতাকে স্পষ্টাক্ষরে বিবাহের কথা বলেন। তাহাতেই ইহার পিতা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দেন। এরূপ স্পষ্টাক্ষরে পিতা মাতাকে বলিলে বোধ হয় বঙ্গদেশের অনেক বিধবার গুপ্ত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে।

যন্ত্রের সৃজন॥

বাবু সীতানাথ ঘোষের বাটী যশোহর, রায় গ্রামে। অবস্থা তত ভাল না থাকায় এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ তিনি কালেজে তাহার পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাহার মস্তিষ্ক সতেজ থাকায় তাহার পাঠের অসমাপ্তিতে আর কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল এক্ষনে কলিকাতায় অল্প বেতনে কেরাণীগিরি করিতেছেন। সীতানাথ বাবুর বয়স অল্প কিন্তু অতি শৈশব কাল অবধি তাঁহার মনের গতি এক দিকে-- নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করা। যাহাদের মস্তিস্কের পীড়া আছে তাহারা হয় পাগল নয় বড় লোক, আর যাহাদের মন বিশেষ কোন এক দিকে ধাবিত হয় তাহাদের যে মস্তিস্কের পীড়া আছে তাহার সন্দেহ নাই। সীতানাথ বাবুর সেই রূপ মস্তিস্কের পীড়া, কিন্তু এই পীড়ায় তাঁহার নিজের যত কষ্টই হউক সম্ভবত আমাদের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের যত দুর স্মরণ হয়, সীতানাথ বাবুর প্রথম যন্ত্রের ফল, নূতন এক রূপ ঘানি গাছ। শুনিতে পাই অর্থের কিঞ্চিত সাহায্য পাইলেই তিনি উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি মনে মনে নানা বিধ যন্ত্রের সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার একটাও পরীক্ষা হইতেছে না। আমরা তাঁহার দুইটী যন্ত্রের চিত্র দেখিয়াছি, একটী এয়ার পম্প, আর একটী এয়ার এঞ্জিন। এয়ার পম্পে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ও এক্ষনে তিনি তাহার প্যাটেণ্ট লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ কি। তাঁহার এয়ার এঞ্জিন অদ্যাপী সম্পূর্ণ হয়নাই, কিন্তু যত দুর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বিস্তর বুদ্ধির পরিচয়আছে। এ যন্ত্রের উদ্দেশ্য বাষ্পের পরিবর্ত্তে সামান্য বায়ু ব্যবহার করা ও বায়ুর স্থিতি স্থাপকত্ব শক্তি কর্ত্তৃক যন্ত্রের গতি দেওয়া। এটী বৃহত ব্যাপার, আর আমরা সীতা নাথ বাবুকে অনুরোধ করি অগ্রে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্র সৃজন করুন, পরে এ সমুদায়ে হস্ত প্রদান করিবেন।

সম্প্রতি বাঙ্গলায় যে চারিটী বক্তৃতা হইতেছে, তাহার প্রথম বক্তৃতা সীতানাথ বাবু দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতা যন্ত্র বিষয়ক, সীতানাথ বাবু কর্ত্তৃক। দ্বিতীয় বক্তৃতা বাণিজ্য বিষয়ক বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক, তৃতীয় বক্তৃতা বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রা যন্ত্র বিষয়ক, চতুর্থ বক্তৃতা বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত বিষয়ক। সীতানাথ বাবুর বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা স্থলে তাঁহার এয়ার পম্প যন্ত্র আর তাহার সৃষ্ট নূতন একটী তাঁত দেখান। তিনি বলেন তাহার তন্ত্র যন্ত্রে একটী লোকে ৫ জনের কায করিতে পারে। এসত্য মিথ্যা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। আমরা ভরসা করি যে, আমাদের দেশীয়েরা তাহার যন্ত্র সমুদায় পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিবেন, কিন্তু এবিষয় আমরা পশ্চাতে বিশেষ করিয়া লিখিব, আপাতত আমরা সীতানাথ কি তাঁহার ন্যায় মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকের নিকট গোটা কয়েক আমাদের অভাবের কথা উক্ত করি, দেখিবেন যদি তাহারা এ সমুদায়ের কিছু করিতে পারেন। ঢেঁকি, জল সিঞ্চন যন্ত্র, বাটনা বাটার যন্ত্র, ঘানিগাছ, শস্য ছড়াইবার যন্ত্র, শস্য ও খোসা পৃথক করিবার যন্ত্র, চরকা, কাপাস ডলা চরকি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যন্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে আমরা ভূমণ্ডলে তাবত সভ্য জাতি হইতে হীন। অধিক কি, আমাদের দেশে প্রবাদ যে হেক মতে চিন, অথচ চিনেরা যে এবিষয়ে কি অধিক করিয়াছে জানি না।

দেশের মধ্যে যাহাতে প্রজাগন সুখে থাকে এরূপ শাসনকে সুশাসন বলে। দেশ কি রূপে সুশাসন করা যায় তাহা রাজনীতি শাস্ত্র দ্বারা কতক নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু রাজনীতির নিয়ম একটী স্থানে খাটেনা, অর্থাৎ জিত দেশের উপর। রাজনীতি শাস্ত্রকারেরা যখন শাস্ত্র করেন তখন এ অবস্থাটী অস্বাভাবিক বলিয়া ইহার জন্য হয় নিয়ম করিতে পারেন নাই, কি নিয়ম করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই নিমিত্ত আমাদের একটা অতি ন্যায্য দাবি দিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অস্বীকৃত হইতেছেন ও এই নিমিত্ত ইংরাজ দিগের একটু লাভ হইলেই আমাদের ক্ষতি। অধিক কি ক্রমে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে এক জনের ক্ষতি না হইলে আর এক জনের লাভ হয় না। এমত অবস্থায় উপায়? ইহা প্রার্থনীয় নহে যে আমাদের শোণিত বর্দ্ধক অন্য এক জাতি পরিবদ্ধিত হয়েন, আর ইংরাজেরা যদি এ দেশে থাকেন তবে বিনা লাভে কেন থাকিবেন।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে মকর্দ্দমা হইলে বাঙ্গালির পারিয়া উঠা ভার। এমন সিবিলিয়ান প্রায় নাই যিনি বাঙ্গালির নিকট দুই একটী গুরুতর অপরাধ না করিয়াছেন। আমাদিগের বৃদ্ধ জজ লফোর্ড সেলাম না করায় বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের উপর ভারি বিরক্ত হন, একথা আবার সংবাদ পত্রে উঠে। লফোর্ড সাহেব যখন একটী সামান্য লাইবেল মকর্দ্দমায় রাজকৃষ্ণ বাবুকে এক বৎসর ফাটকে দিবার হুকুম দেন, তখন কি তাঁহার ঐ সেলাম করা কথাটী মনে ছিল? মনে না থাকিতে পারারই সম্ভব, কিন্তু প্রাজ্ঞ বৃদ্ধলোকদিগের মধ্যেও অদ্যাপি এরূপ সমুদায় মনের ভাব। অতএব নব্য সিবিলিয়ানগণ যে কথায় কথায় এরূপ অপরাধ করিবেন তাহারি সম্ভব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা, কে কোথা কবে শুনিয়াছেন যে বাঙ্গালির অভিযোগে এক জন সিবিলিয়ান দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন? এই নিমিত্ত দেশ সমেত অনেক সময় ইংরাজ দিগের উপর চটেন কিন্তু আমাদিগের বোঝা উচিত যে এরূপ পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত ভিন্ন জাতির দেশ শাসন চলেনা। অন্য দেশাধিকার করা কুকর্ম্ম, যদি একটা কুকর্ম্ম করা গেল, তবে আর একটাও হউক! যখন আমাদের লাইবেল মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল তখন সকল ইংরাজ জুটিয়া আমাদিগকে হারাইয়া দিলেন, তাহারা ভাবিলেন এমকর্দ্দমায় বাঙ্গালি জয়ী হইলে, যশোহর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে আর সিবিলিয়ান গণ টিঁকিতে পারিবেন না। একথাটী সত্য। অতএব আমরা এরূপ ঘোর বিপাকে পড়িয়াছি, ও ইংরাজেরা আমাদিগকে লইয়া এরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন যে এমন একটী উপায় পাওয়া যায় না যাহাতে উভয়ের লাভ কি অন্ততঃ এক জনের ক্ষতি না হইয়া আর একজনের লাভ হয়।

সিবিল সর্ব্বিশে প্রবেশ করিতে না

পারিয়া দেশ সমেত লোকে ক্ষুব্ধ । কিন্তু সিবিল সর্বিশটী সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজদিগের হাতে, উহাতে যে পরিমাণে এতদ্দেশীয় গণ প্রবেশ করিবেন সেই পরিমাণে ইংরাজ দিগের ক্ষতি । অতএব ইংরাজেরা অনেক সময় আমাদের ন্যায্য কথা শুনিতে বধীর হয়েন, অনেক সময় তাহারা অত্যাচার করেন তাহার কারণ এই । তাঁহারা যত অত্যাচারই করুন আমরা কিছু দোষ দিতাম না, যাহা দেই কেবল তাঁহাদের বঞ্চনার নিমিত্ত । যত দূর ঔদার্য্য নাই তাহা দেখান, যত দুর ক্ষমতা নাই তত দুর দম্ভ করা, প্রতিজ্ঞা করা ও তদ্দণ্ডে ভঙ্গ করা হইয়াছে আমাদের গবর্ণমেণ্টের দোষ । টাকা আর যশ প্রার্থনা দুই একেবারে অন্যায় । যদি গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়া বলেন যে লাভের নিমিত্ত মনুষ্য চলা ফেরা করে, লাভের নিমিত্ত তাহারা এদেশে আসিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের লাভ হয় তাহারা তাহাই করেন তবে অনেক গোলমাল চুকিয়া যায় । কিন্তু তাহারা মুখে বলেন যে ভারতবর্ষের লাভের নিমিত্ত তাহারা এদেশ শাসন করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় দিগের লাভই তাহাদের প্রধান স্বার্থ অথচ একটা ব্যতীত ষ্টেট স্কলারসিপ, আর সেটা দেওয়া মাত্র অমনি উঠাইয়া লইয়াছেন — এই এক শত বৎসরের মধ্যে নিজ স্বার্থ ব্যতীত এক পদও বিচরণ করেন নাই, ইহাতে কাযেই লোক বিরক্ত হয় । ষ্টেট স্কলারসিপ স্থাপন করিয়া যে রূপ এদেশীয় গণকে সন্তুষ্ট করেন, উহা উঠাইয়া দিয়া তাহা অপেক্ষা শতোগুণ বিরক্ত করিয়াছেন ।

তবে ইংরাজেরা ইহা কথক পরিমাণে বুঝেন যে যে পরিমাণে তাহারা নিজে লাভের দিকে দৃষ্টি করিবেন সেই পরিমাণে তাহাদের এদেশে স্থায়ীত্বের প্রতি আঘাত করিবেন । আর দেশীয় লোকের ভালবাসায় তাহাদের যত বল বাড়িবে, লক্ষ স্নাইডরে তাহাদের সে প্রকার হইবেনা ।

মেস্মেরিজম ॥

শনিবারে ইংলিসম্যান কাগজে বোষ্টান নগরের ডাক্তার নিউটানের অদ্ভুত শক্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা ডাক্তার নিউটনের ও তাহার ন্যায় অন্যান্য দৈব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কথা বহুকাল হইল লিখিয়াছি । তখন এসমুদায় কথা অদ্ভুত বলিয়া কেহ বিশ্বাস করেন নাই, এখন বড় বড় লোকে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এখন বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারেন । হিন্দুপেট্রিয়ট এই বিষয়ক প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে গিয়া সম্পূর্ণ ভুল না হউক একটু গোল করিয়াছেন । ডাক্তার নিউটান যে শুদ্ধ ম্যাগনেটিক করেণ্ট অর্থাৎ মেস্মেরিজম দ্বারা আরোগ্য করেন এ রূপ নয় । তাহার আর একটী শক্তি আছে, ক্রমে বলিতেছি ।

ডাক্তার নিউটান একজন স্পিরিচিউলিষ্ট, হিলিং মিডিয়ম ও ইনি রোগ আরাম করিয়া বেড়ান । মার্কিন দেশে ইহার বাড়ী । ইংলিসম্যানে যে কয়েকটী আরোগ্যের কথা লেখা আছে, আমেরিকান পত্রে দেখিতে পাই যে তিনি প্রত্যহ এ রূপ শত শত উৎকট রোগীকে আরাম করিয়া থাকেন । তাহার আরাম করিবার পদ্ধতি অদ্ভুত । তিনি অনেক সময় পীড়াকে "দুর হ,, বলিয়া আজ্ঞা করেন আর অমনি রোগী আরোগ্য লাভ করে । কখন কখন তিনি রুগ্ন স্থান স্পর্শ করেন, আর কোন কোন লোকের ধাতু এরূপ যে যাহাদিগের পীড়া আরাম করিতে দুই তিন দিবস লাগে কিন্তু কোন দিবসও রোগীর প্রতি ১৫ মিনিটের অধিক সময় দেন না । এসমুদায় রোগীকে তাহার মেস্মেরিক পাস দিতে অর্থাৎ ঝাড়িতে হয় । এই রূপে অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি চক্ষের নিমিষে আরোগ্য লাভ করিতেছে । তাহার স্পর্শ মাত্র স্ফোটক প্রভৃতি পাকিয়া ফাটিয়া পড়ে । এরূপও অনেক সময় হয় যে রোগীর কি রোগ তাহা বলিতে হয়না, তিনি আপনি আপনি জানিতে পারেন, আর ডাক্তার নিউটন এরূপ একশত লোক শারি শারি দাঁড় করাইয়া হাত লাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন তোমাদের রোগ দূরে যাউক আর সকলে অমনি আরাম হইয়াছে ।

ডাক্তার নিউটন সকল স্থানেই যে কৃতকার্য্য হয়েন এরূপ নয়, কোন কোন রোগের প্রতিকার মাত্র হয়, ও কোন কোন রোগে মোটে আরাম হয় না । কিন্তু এ সমুদায়ের সংখ্যা অতি অল্প । কি শক্তির বলে ডাক্তার নিউটন এরূপ করেন তাহা লইয়া অদ্য আমাদের তর্ক করিবার উদ্দেশ্য নাই ভবিষ্যতে করিব আশা রহিল, তবে অদ্য আমরা এই মাত্র বলি যে ডাক্তার নিউটান যে রূপ আরাম করেন ঐ রূপ আমরা এখানে এক জনকে শত শত উৎকট রোগীকে আরাম করিতে দেখিয়াছি । তিনি ও রোগীকে চক্ষের নিমিষে আরাম করিতেন ও তাহার চিকিৎসা পদ্ধতি ও ডাক্তার নিউটনের মত । মেস্মেরিজমে এই দৈব শক্তিটী কতক পরিমাণে লাভ করা যায় । মেস্মেরিজম অতি অদ্ভুত জিনিশ, ইহার দ্বারা কি কি হইতে পারে তাহার কতক আমরা দেখিয়াছি, আর কত হইতেপারে তাহা মনে করিলে শরীর পূলকে পূর্ণ হয় । মেস্মেরিজম দ্বারা দিব্য চক্ষু হয় অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সমুদায় একস্থানে বসিয়া দৃষ্টি গোচর হয় আর এত দুর না হউক ইহার কতক যে সত্য তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । ক্লেয়ার বএন্স অর্থাৎ দিব্য চক্ষু যে মনুষ্যে প্রকৃত লাভ করিতে পারে ইহা এক্ষণকার বিজ্ঞান বেত্তারা স্বীকার করিয়া থাকেন । ডাক্তার এস্‌ডেইল মেস্মেরিজম দ্বারা কি কি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।

একজন প্রাজ্ঞ মেস্মেরিষ্ট মেস্মেরিজম সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব আমাদের পত্রিকায় লিখিবেন সংকল্প করিয়াছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাহার উপদেশ লইয়া এই দৈব শক্তি অভ্যাস করিতে পারিবেন ।

From a correspondent :—

"A Government is the necessity of a country. The theory is, it is for the country's good and that alone. Whatever the truth be this at least is the consolation for what the people pay. But if the payment pinches the people pale and blue, if it proves the oppressive load to smother all the elements of their happiness who can have the barefacedness to say, it is for their good and they should bless themsevles for it. But such expressions of consolation and advice, our good rulers had till recently been bounteously tendering to us. It is the echo however faint of British Statesmanlike good sense, which the crossing of the Ocean has not altogether stifled on the breast of our present Governor General which naturally recoiled from such kind of replies to our cries of oppressive taxation. Since Lord Mayo is really and in right earnest bent on retrenchment of expence, we offer here some observation as to a suggestion already pretty well circulated.

The office of the Commissioner of Revenue and Circuit was established by Reg. 1 of 1829. In the recital of that Statute, it was said that as the Courts of Circuit and Boards of Revenue could ill discharge the many quasi-executive duties imposed on them, the creation of Commissioners of revenue and Circuit was called for, for the more effectual superintendence of the Magistracies, and the State revenue. Accordingly that Statute abolished the post of Superintendent of police. Now it will be seen that

reasons which necessitated the appointment of Commisioners at the time being, do no longer exist.

1—At that time. there was no Lieutenant Governor for the General superintendence of the executive functions of Bengal. And the creation of this costly post, since a few years, must have inevitably taken away half of the reasons which justified the appointment of Revenue and Circuit. The administration of these Provinces was in the hands of the Supreme Government and hence arose the necessity of Commisioners as we see in the present day in those tracts of countries governed directly by the viceroy through the medium of chief Commisioners. If an officer has already taken the place of such Commissioners, do they not outlive their time?

2—By the regulation referred to, the District superintendents of Police were dispensed with to make a portion of the room the Commissioners came to occupy Now that the former office is restored, has it not taken away a portion of the foundation on which the post of Commissioners stood?

3—In those days to take tour in the country, was a great achievement. And hence its recital in the regulation of 1829 as a prominent reason for the creation of the new officers. Does this reason yet exist? Can not now, the Lieutenant Governor thrice three times visit most of the Districts under him, during the time, he enjoys the gentle breeze up the Darjeeling hills?

4—Formerly the rights of the state to invalid Lakhraje lands and the like were mostly in an undetermined state, so that resumption proceedings, settlement of unsettled estates formed a large portion of the Revenue officers duties. Who will gain say that the necessity of such works has dwindled almost into nothing?

5—Among the evils which the regulatiou recites as demanding the creation of the new functionaries, it gave a prominent place to irregularities of Jail deliverence and such other Jail disorders. Have not the chances of such eviles been obviated without calling for the intervention of Commissioners?

6—If the people have made any progress in civilization and education, assuredly the interference of Executive officers in matters of their improvement is less called for.

অনুগত প্রতিপালন শত্রু দমন এক প্রকার রাজনীতি, আর শত্রুর তোষামদ ও মিত্রকে ঘৃণা করা আর এক রূপ রাজনীতি। উভয়েই কিছু কিছু লাভ আছে। অনেক স্ত্রীলোকে তাঁহাদের স্বামির নিকট অতি জঘন্য বেশে ভ্রমন করেন কিন্তু অন্য পুরুষের সমক্ষে বেশ ভূষা না করিয়া যাইতে চাহেন না, অনেকে আত্মীয় স্বজন পীড়াক্রান্ত হইলে কিছু বলেন না, কিন্তু অপরের ঐ রূপ বিপদ হইলে তখন প্রাণ পণে তাহা দিগের সাহায্য করেন, অনেকে তাঁহার ন্যায্য ঋণ পরিশোধ করেন না, ও ঋণ রাখিয়া ভুরি ভুরি দান করেন।

শেষের রাজনীতিটি আশু প্রবৃদ্ধি কারক, কিন্তু ইহার পরিণাম অশুভ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আগা গোড়া এই রূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এদেশে মীর জাফারের সাহায্যে প্রথম বাঙ্গালা ও সেই নিমিত্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন ও মীর জাফার নবাব হইয়াও তাহাদের আনুগত্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তবু তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইল। বানারসের রাজা চেৎ সিংহ ইংরাজ দিগের বড় অনুগত ছিলেন, এমন কি, যখন তাহাকে অপমান করা হইল, তখন তিনি তাহার ক্রুদ্ধ সৈন্য গণকে থামাইবার চেষ্টা পান। অযোধ্যার রাজগণ চির কাল নীচ ভৃত্যের ন্যায় ইংরাজদিগকে সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাহার ফল হইল তাহাদের সর্ব্বনাশ। আরকটের নবাবের প্রতি ইংরাজেরা ঐ রূপ ব্যবহার করেন। গোলাপ সিংহের সাহায্যে ইংরাজেরা শিক যুদ্ধে জয়ী হন, আর গোলাপ সিংহের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের জয় লাভ করার কম সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার ফল হইয়াছে, কাশ্মিরের রাজা ইংরাজদিগের ভয়ে শশব্যস্ত। তাহার নিজের দেশে যাহাতে তিনি বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক বাড়াইতে না পারেন, এই নিমিত্ত বৎসর ২ ইন্সপেক্টর প্রেরিত হইয়া থাকে ও অনেক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কাশ্মির লইতে অনুরোধ করেন। টিপুর মত্যুর পরে, মিশোরের গদীতে পুরাতন হিন্দু রাজকে বসান হয়। ও সেই অবধি সেই বংশীয় রাজগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোলাম হইয়া ছিলেন কিন্তু ও বৎসর রাজা কৃষ্ণ রাজের মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র চমর জন্দকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল। দোস্ত মাহম্মদ খাঁ ইংরাজদিগের পরম বন্ধু ও গবর্ণমেণ্টের প্রধান সহায় বলিয়া তাহাকে বর্ষিক দেওয়া হইত। দোস্ত মাহাম্মদ খাঁর মৃত্যুর সময় শের আলিকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তাহাকেই রাজ্য দিয়া যান। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার না করিয়া আফজুল খাকে কাবুলের অধীশ্বর করেন। করিয়া বার্ষিকটী বন্দ করিয়া দিলেন।

আমরা উপরে অল্প কয়েকটী উদাহরণ দেখাইলাম, আর একটী দেখাইয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। আমরা বাঙ্গালী, নিতান্ত নিরীহ, অক্ষম বলিয়া হউক আর যে জন্যই হউক, রাজ ভক্তি ব্যতীত বিদ্রোহীতার ভাব কখন দেখাই নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্টের এটা স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, সিপাহী যুদ্ধের সময় কেবল বাঙ্গালীর সাহায্যে তাহারা সে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়েন। যদি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বাহুবল বাঙ্গালীর বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইত, তবে গবর্ণমেণ্টের বিপদ শত গুণ বৃদ্ধি হইত। বরং আমরা সে সময়ে ইংরাজ দিগের সহিত সহ্য করিয়াছি, কিন্তু তবু আমাদের গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালার প্রতি কি কুদৃষ্টি! সমস্ত সাম্রাজ্যের আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ আমরা দেই তবু স্কুল কালেজ গুলিন রাখিবার টাকা আমাদের জোঠে না।

আগন্তু বজেট।

আর কয়েক দিন পরে আগামি বৎসরের বজেট বাহির হইবে। দেশের ভাগ্যে যে এবার কি আছে তাহা আয়ব্যয়ের মন্ত্রী জানেন। ইনকমট্যাক্স উঠিবার কথা আছে। লডমেও এই প্রলোভন দ্বারা এবার ছয়মাসের নিমিত্ত ট্যাক্স দ্বীগুণিত করেন, ও এতব্যয় কর্ত্তন হয়। তবে সে দিবস বণিক দিগের সভায় টেম্পেল সাহেব যে রূপ আভাস দেন এবং যে রূপ গুজব উঠিয়াছে তাহাতে ইনকম ট্যাক্স না উঠে যদি যেমন তেমনি থাকে তাহা হইলেও দেশের অনেক মঙ্গল। ইনকম ট্যাক্স প্রথম উইলসন সাহেব বসান এবং কথা থাকে পাঁচ বৎসরের পর উহা উঠিয়া যাইবে। ৫ বৎসরের পর প্রকৃত উহা উঠিয়া যায়। আবার মাসী সাহেব এই ট্যাকসটী বসানের উদ্যোগ করেন। ইনকমট্যাক্সের বিপক্ষে অনেক লোক আপত্তি উত্থাপন করে এবং তিনি ইনকম ট্যাক্সের পরিবর্ত্তে এক বৎসরের নিমিত্ত লাইসেন্স ট্যাকস বসান। সে বৎসর গেল কিন্তু ট্যাকস থাকিয়া গেল। আর বৎসর টেম্পেল সাহেব আবার ইনকমট্যাকস বসান। লডমেও এ ট্যাকস বৎসরের শেষে উঠাইবেন বলিয়া ছয় মাসের নিমিত্ত উহা দ্বীগুণ করিলেন। দ্বীগুণ হারে লোকে হাতা কাঁতা বেচিয়া দিয়াছে। এক্ষন আবার ট্যাকস যদি বসাতে চান, তবে গবর্ণমেণ্টকে করিয়া আর কেহ বিশ্বাস করিবেনা।

ইনকম ট্যাকেসর উদ্দেশ্য মন্দ নয়। যাহার ৫০০ শত টাকা আয় তিনি রাজ্যের ভার সাহায্যের নিমিত্ত ৬ কি আট টাকা বৎসর দিলে নিতান্ত অত্যাচার হয় না। ইহাতে যাহারা বহন করিতে পারে তাহাদের উপর ট্যাক্স পড়ে এবং কার্য্যতঃ যদি এইটী হইত তবে বোধ হয় আয় বৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় এইটী, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের গবর্ণমেণ্ট মুখে বলেন একতা, কাজে করেন আর একতা। ইনকম ট্যাক্স বসান অবধি একাল পর্য্যন্ত এসেসর গণের কার্য্য প্রনালী পর্য্যালোচন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইনকম ট্যাকস গবর্ণমেণ্টের প্রজার নিকট হইতে অর্থ দোহনের একটী যন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় একাল পর্য্যন্ত দেশের আয় বৃদ্ধির যিনি যত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইনকম ট্যাকসে এই দোষটী না থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। কিন্তু এ দোষটী যাবার নয়, সুতরাং ইনকম ট্যাকস কখন দেশীয় গণের নিকট প্রীতি কর হইবেনা।

আমাদের বিশ্বাস যে দেশের লোকে যতই ক্রন্দন করুন না, গবর্ণমেণ্ট ইনকম ট্যাকস ছাড়িবেন না। ইহাতে ফাইনেন্সিয়াল মন্ত্রী গণের বিশেষ স্বার্থ আছে। আয় বৃদ্ধি করিবার এই রূপ একটী যন্ত্র আয়ত্তে থাকিলে তাহাদের কোন চিন্তার বিষয় থাকে না, সুতরাং আর আর কি উপায়ে দেশের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা লইয়া আপনাদিগকে বিরক্ত না করিয়া কি কি উপায়ে ইনকম ট্যাকস কষ্টকর না হইয়া দেশের আয় বৃদ্ধি করে তাহার পরামর্শ গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া উচিত। আমাদের এ কথা বলিবার আরও কারণ আছে। গবর্ণমেণ্ট যাহা পাইয়াছেন, তাহা কখনই ছাড়িবেন না, মধ্য হইতে আয় বৃদ্ধির আর কোন একটী সহজ উপায় পাইলে তাহাও নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। এ পর্য্যন্ত যিনি যত আয় বৃদ্ধির উপায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনটীই ইনকম ট্যাকস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। ইনকম ট্যাকসের একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে দরিদ্র ব্যক্তি গণের নিষ্পীড়িত হওয়া উচিত নয়, এবং তামাকের করের কথাত গ্রাহ্যই নয়, লবণের সুল্ক বৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা সমুদায় ধনী নির্ধন সকলেরই সমান রূপে ট্যাকস দিতে হইবে। মদের সুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা অত্যাচার হইতে পারে, কিন্তু সেটী কেবল মাতালগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে ও ইহাতে সুরা ব্যাবহার নিবারণ নিবন্ধন একটী মস্ত শুভ কর ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

আমরা এই নিমিত্ত বলি যে ইনকম ট্যাকস যদি যথাবিধি অনুসারে কার্য্যে পরিণত হয়, এটী থাকিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। ইনকম ট্যাকসের অনেক বিরোধী, কিন্তু অনেক মানে যে কাহারা তাহা জানিনা। আমাদের দেশে রাজ্য সংক্রান্ত যে একটু কথা বার্ত্তা বলেন সে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এবং ইনকম ট্যাকস তাহাদের দিতে হয়। সুতরাং তাহাদের এরূপ বলায় কতক স্বার্থ আছে।

মাসীসাহেব দুই শত টাকা আয় যার তাহাকে ট্যাকস দিতে বাধ্য করিয়া দেশের মধ্যে অনেক অত্যাচার আনেন। টেম্পেলসাহেব ৫০০ টাকার কম যাহাদের আয় তাহাদিগকে ট্যাকস প্রদান হইতে নিস্কৃতি দিয়া অনেক অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন। যদি ১৫০০ দেড় হাজার টাকা যাহাদের বৎসর আয় তাহারাই ট্যাকস দিতে বাধ্য এই রূপ নিয়ম হয়, তবে বোধহয় মোটে অত্যাচার হয় না। বৎসর দেড় হাজার টাকা যাহাদের আয় তাহারা সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট শ্রেণীস্থ লোক সুতরাং তাহা দিগকে বাছিবার নিমিত্ত এসেসর গণের গোলে পড়িতে হয় না ও গোলে গরিব লোকের মারা পড়িবার অসম্ভাব। এরূপ নিয়ম হইলে গবর্ণমেণ্টের আয় কতক পরিমানে কমিতে পারে কিন্তু তেমনি এসম্বন্ধে অত্যাচার একেবারে উঠিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের এটীও দেখা কর্ত্তব্য যে এসেসর গণ অত্যাচার না করে এবং গবর্ণমেণ্ট যদি টাকা টাকা করিয়া এত টান না ধরেন তবে বোধ হয় অনেক এসেসরেরা ন্যায্য মত কাজ করেন।

আমরা শুনিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট কোষ্টার উপর সুল্ক বসানের প্রস্তাব করিতেছেন। কোষ্টার বাণিজ্যটী ভারতবর্ষে দিন ২ বৃদ্ধি হইতেছে। আমিরিকা প্রভৃতি দেশে ইহার ভারি কাটিত এবং ইহা দ্বারা বৎসর বৎসর দেশে বিস্তর টাকা আইসে। গবর্ণমেণ্ট ইহার উপর সুল্ক বসাইলে দেশের অর্থ আগমের একটী প্রধান প্রস্রবণের মুখে বাঁধ দিবেন। ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্যবসায়ের অদ্যাপি শৈশব অবস্থা। ইহা যে কত পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহা চিন্তা দ্বারাও অঙ্কিত করা যায় না। এ শৈশবাবস্থায় ইহার কোন রূপ প্রতিরোধ উপস্থিত হইলে দেশের অশেষ অমঙ্গল।

ফল কোন রূপ ট্যাকস বসানের পূর্ব্বে আমরা গবর্ণমেণ্টকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাদের দেশের যে আয় আছে তাহাতে যদি ব্যয় কুলায় তবে ট্যাকসে কাজ কি। গত বৎসরে যে আয় ছিল এবৎসর প্রায় সেই আয় থাকিবার সম্ভাব, তবে এবৎসর লড মেও প্রসাদৎ বিস্তর ব্যয় কমিয়াছে। আমাদের সর্ব্বশোষক পূর্ত্তবিভাগ একরূপ বন্দ হইয়াছে। কর্ম্মচারীরও সংখ্যা অনেক কমিয়াছে, সুতরাং ইহাতে আমরা সহজে আশা করিতে পারি যে এবার আয় ব্যয় সামঞ্জস্যের নিমিত্ত আর অন্য কোন ট্যাকসের প্রয়োজন হইবে না। যদি অকুলান হয় তবে আর কিছু ব্যয় কমাইয়া এটী সামঞ্জস্য করা কর্ত্তব্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় নাটোর ৭৬ সালের মাঘের শেষ ১০

বাবু রাজকৃষ্ণ প্রামানিক পাটনা ৭৭ সালের ভাদ্রের শেষ ....৮৲

সেক্রেটারী কুচবেহার রিডিং ক্লাব, সন ১২৭৭ সালের আশ্বিনের শেষ .... ৮৲

বাবু রামদাস সেন, বহরমপুর সন ১২৭৭ সালের ফাল্গুনের শেষ . ... ৮৲

বাবু গিরীশ চন্দ্র চৌধুরী, মাগুরা, ৭৭ সালের ভাদ্রের শেষ .... ৮৲

বাবু শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন বনগ্রাম, ৭৭ সালের বৈশাখের শেষ .. .. ১০৲

বাবু হরিহর সিংহ, পদমপুর, ৭৭ সালের ভাদ্রের শেষ .... ৪৲

সংবাদাবলী।

ইংলণ্ডে আগামী ৫ই এপ্রেল সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এবার ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিসের নিমিত্ত প্রায় পাঁচ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবেন কিন্তু ইহার ৪০ জন মাত্র মনোনীত হইবেন। পরীক্ষার্থি দিগের মধ্যে তিন জন মাত্র বাঙ্গালী, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি কলেজের আনান্দরাম বড়ুয়া ঢাকা কলেজের কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও কৃষ্ণনগর কলেজের লালমোহন ঘোষ। আনন্দ রাম বড়ুয়া, আর বৎসর সময়াভাবে অধ্যয়ন করিতে না পারায় পরীক্ষায় অকৃত কার্য্য হয়েন, কিন্তু ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও এবৎসর ইহার কৃত কার্য্য হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভবনা।

—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্ক্রিয়ার বিস্তর দিন পূর্ব্বে চীনেরা আমেরিকায় গতায়াত করিত। সানফ্রান্সিসকোয়ে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব হানলী সাহেব কর্ত্তৃক পঠীত হইয়াছে। তিনি বলেন, চৌদ্দশত বৎসর অতীত হইল, চীনের দিগের কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। তাহারা বলে, চীন হইতে আমেরিকা চীন মাইলের বিশ হাজার মাইল।

—এক জন পত্র প্রেরক আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে যশোরের দক্ষিণ হরিডাঙ্গী, মামুদকাটি প্রভৃতি গ্রামে অত্যান্ত ওলাউঠা হইতেছে। আমরা আরো শুনিলাম যে মধুমতীর ধারে গ্রাম সকলেও ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে। যে রূপ রৌদ্র পড়িতেছে ও বিন্দু পতন ও নাই তাহাতে এ পীড়া হওয়ারই কথা। আমরা বলি যে রুবিনির ক্যাম্ফর এই সকল স্থানে যাহাতে ব্যবহৃত হয়, কর্ত্তৃপক্ষ গণ তাহার চেষ্টা করেন। যাহাদের এই ঔষধ কিনিবার সংগতি নাই, তাহারা অন্ততঃ কর্পূর বাসিত জল ব্যবহার করিতে পারেন।

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে রাজা সত্যানন্দ ঘোষালের স্থানে হাইকোর্টের সিনিয়ার প্লিডার অনুকুল বাবু বেঙ্গাল লেজিসিলেটীব কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি শুদ্ধ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে না যাইয়া উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া এ পদ প্রদান করেন, তাহা হইলে এত দেশীয় মেম্বরগণ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত সাহায্য হইতে পারে।

—স্কটলণ্ডের রবার্ট চেম্বারসের বয়স ৬৮ বৎসর, তাহার ভ্রাত উইলিয়াম চেম্বারসের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নবেলিষ্ট লর্ড লীটনের বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর। ইহাঁরা সকলেই গোঁড়া স্পিরিচুয়ালিষ্ট।

—পুরাতন পৃথীবিতে পুরুষ স্ত্রী লোকের উপর আধিপত্য করেন, কিন্তু নূতন পৃথীবিতে ঠিক তাহার বিপরীত, আমরা স্ত্রীলোকের উপর যেরূপ ব্যবহার করি, আমেরিকান স্ত্রী লোকেরা পুরুষের উপর প্রায় সেই রূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক জন আমেরিকান মহিলা তাহার স্বামীর মৃত্যুতে এইরূপ এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। "অনারেবল জন স্মিথের বাটীতে তাহার স্বামী মেঃ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মেঃ জন অতিশয় শান্ত ও নম্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। গার্হস্থ্য সুখের নিমিত্ত যে সকল মধুর গুণ চাই, তাহা তাহার বিলক্ষণ ছিল।" বর্ত্তমান সভ্যতা কোথায় যাইয়া দাঁড়ায় দেখা যাউক।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। পীড়িত হইয়া ইনি ইংলণ্ড গমন করেন এবং লণ্ডন হস্পিটালে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রথম কলিকাতা মেডিকল কলেজে অধ্যয়ন এবং পরে বিলাত গমন করিয়া প্রতি পত্তির সহিত ভারতবর্ষীয় মেডিকল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে লালাত পুরের সিবিল আসিষ্টাণ্টের পদ তাহাকে দেওয়া হয়। তিনি অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিদেশে ও বন্ধু বান্ধবের অসমক্ষে তাহার অকাল মৃত্যু হওয়া বিশেষ দুঃখের বিষয়।

—কুকুর কত প্রভু ভক্ত তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। হোম নিউস বলেন, এক জন অন্ধ বৃদ্ধা স্ত্রী ঝড়ের সময় তাহার কন্যার বাটিতে যাইতে ছিলেন। তাহার একটি কুকুরের শিকল তিনি ধরিয়া ছিলেন, কুকুরটি আগে২ তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে ছিল। পথ মধ্যে শিকল ছিড়িয়া গেল, কুকুরটি অনুদ্দেশ হইল এবং বৃদ্ধা কিছু দূরে এক নালার ভিতর পড়িয়া গেলেন। সেখানে তিনি চীৎকার করিতেছেন, ইতি মধ্যে তাহার কুকুরের শব্দ ও সেই সঙ্গে২ তাহার জামতার স্বর শুনিতে পাইলেন। তাহার জামতা না আইলে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইত। কুকুরটী কর্ত্রীর বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার জামতার বাটী দৌড়িয়া যায় এবং নানা বিধ ইঙ্গিত করিয়া তাহার জামতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আনে।

—বাঙ্গলার আড মিনিষ্ট্রেটার জেনারল হগ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কলিকাতা পুলিশ কমিসনারের সহোদর ভ্রাতা।

—কুসংস্কারের রাজ্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। পেরী নামক এক জন কারাগার পরিদর্শক ডাক্তার কলেজকে ২০ হাজার টাকা উইল করিয়া গিয়াছেন। উইল কর্ত্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডাক্তার কলেনজো যেরূপ সাহস পূর্ব্বক কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভক্তির পাত্র ও সেই ভক্তির উপহার স্বরূপ এই অর্থ গুলি তাহাকে প্রদত্ত হইল।

—এলাহাবাদ হাইকোর্টে সহমরণ সংক্রান্ত একটি মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। যে স্ত্রীলোকটি সহমৃতা হয়, তাহার বয়ক্রম ৫০ বৎসর। কয়েক জন গ্রামবাসী ও তাহার দুই জন পুত্রে তাহাকে সাহায্য করে। এক জন পুত্রের ৭ বৎসর ও আর এক জনের ৫ বৎসর এবং গ্রামবাসী দিগের প্রত্যেকের ৩ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইয়াছে।

—মান্দ্রাজ পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারল আদেশ করিয়াছেন যে ঋণ গ্রস্থ পুলিশ ইনস্পেক্টরেরা তাহাদের মহাজনের নাম, ধাম ও ঋণের সংখ্যা অবিলম্বে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেটকে জানাইবেন। ঋণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কাহাকেও ইনস্পেক্টরী পদ দেওয়া হইবে না। যে সকল ইনস্পেক্টরদের দেনা আছে, তাহা সত্বর শোধ হয়, তাহার উপায় তাহাদের করিতে হইবে।

—এবার যাহারা ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের একটি অশুভ সংবাদ। যে পঞ্চাশ জন সার্ব্বিসের নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছিলেন, তাহাদের ২৫ জন মাত্র এবার কর্ম্ম পাইবেন।

—ইংলণ্ডে সার মরডাণ্ট ও তাহার স্ত্রী সংক্রান্ত মকর্দ্দমা লইয়া হুলুস্থূলু পড়িয়া গিয়াছে। লেডী মরডাণ্ট সার মনক্রীফের কন্যা। ভাইকাউন্ট কোল ও সার জনষ্টনের সহিত ইনি ভ্রষ্টা হন। সার মরডানট ইহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত নালিশ করিয়াছেন। লেডীমরডান্ট এক্ষণ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছেন। তাহার স্মরণ শক্তি একেবারে গিয়াছে এবং লজ্জাশীলতাও তাহার নাই। তিনি প্রকৃত ক্ষিপ্ত হইয়াছেন কি না এ বিষয় আপাতত বিচার হইতেছ।

—ফ্রান্সের রাজ পুত্র পায়ার বোনাপার্ট বিক্টর নামক সম্বাচর পত্র সম্পাদককে বধ করাতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি বিক্টরকে জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছেন ও তাহার সঙ্গী আলরিককে বধ করিবার চেষ্টা করেন এই চার্জ্জ তাহার বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। এই অপরাধের দণ্ড মৃত্যু। মকর্দ্দমার শেষ বিচার সত্বর হইবে। ফ্রান্সের সাধারণ লোকের মনের ভাব যেরূপ, তাহাতে বোধ হয় ফ্রান্সে অচিরাৎ রাজ শনিত পতিত হইবে।

—নাগপুরে এক্ষণ প্রায়ই ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্র পতন হইতেছে।

—ডেলিনিউসে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, নল হাটিতে ভয়ানক উলাউঠা হইতেছে। পীড়িত ব্যক্তিরা প্রায় মরিতেছে। চিকিৎসক একেবারে নাই। মৃত দেহ সকল ঘরে ও রাস্তায় পড়িয়া পচিতেছে ও উহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

—মধ্য ভারতবর্ষে বন্য পশু হত্যার নিমিত্ত বার হাজার পাঁচ শত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ৯৪৮ টি পশু হত হইয়াছে। ইহার ১৫৩ টী বাঘ, ৩০৩ চিতা বাঘ, ২৫১ ভালুক, ৯৭ নেকেড়িয়া, ও ১৪৪ টী হায়েনা।

—নীলগিরী পত্রিকায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। এক জন কোটারের সাত মাসের একটী শিশু হঠাৎ অনুদ্দেশ হয়। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কয়েক দিন পরে ইহারা স্ত্রী পুরুষে জঙ্গলে কাঠ ভাঙ্গিতে যায়। ইতি মধ্যে শিশু সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। যে মুখ হইতে ক্রন্দন ধ্বনি আসিতেছিল সেই দিকে তাহারা যাইয়া দেখে যে তাহাদের হারান সন্তান একটী বন্য কুকুরের ক্রোড়ে রহিয়াছে। শুনা যায় নীলগিরী পাহাড়ে বন্য কুকুর ছোট ছোট ছেলে বড় ভাল বাসে।

—আগামী ডিসেম্বর মাসে আবার সম্পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণ হইবে। আলজিরস, স্পেন, ও সিসিলিতে সর্ব্ব গ্রাস দৃষ্ট হইবে। রোয়াল আস্ট্রানমিকাল সোসাইটী এই সকল স্থানে প্রধান২ জ্যোতির্বেত্তাদিগকে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

কতক গুলি ইংরাজ এদেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত বলিয়া চীৎকার করেন, কিন্তু তাহাদের প্রথম নিজ দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি মানচেষ্টারের একটী সভা কর্ত্তৃক নিশ্চিত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ১৮৩৯ অব্দে সেখানে যতটী শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক ছিল, এখনও ঠিক ততটী।

- ইংলণ্ড আমেরিকাকে প্রায় ধর ধর করিয়াছেন। এক জন কুতাপ্রস্তুতকারক ব্রিটিশ পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। মিল সাহেব ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

—মদের নিমিত্ত ইংলণ্ডে ৬ কোটী টাকা ব্যয়িত হয়। ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা কত ভাল ইহাতেই বুঝা যাইবে। যেখানে যত সভ্যতা, সেখানে তত পাপের প্রশ্রয়।

সমালোচনা।

আধ আধ ভাষিনী

এপুস্তিকা খানি শ্রীপ্রসন্ন ময়ী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে কয়েকটী পদ্য সন্নিবেশিত। আমরা এখানি অতি সমাদরের সহিত গ্রহন করিয়াছি, কারণ ইহা স্ত্রীলোকের রচিত। অবশ্য কোন পুরুষে এরূপ এক খানি পুস্তিকা লিখিলে আমরা উহা সমালোচনা করিবার কষ্ট লইতাম না। যে সমুদায় পুস্তক এক্ষণে পুরুষে লিখিতেছেন, যখন আমাদের স্ত্রীলোকে ঐ রূপ পুস্তক লিখিতে শিখিবেন, তখনি আমাদের অবস্থা অন্যান্য সভ্য জাতির ন্যায় হইবে। স্ত্রীলোকের কত দুর সাধ্য তাহা অদ্যাপি এদেশে পরীক্ষিত হয় নাই, অন্যান্য দেশে হইতেছে, মার্কিন দেশে অনেকটা হইয়াছে। আমাদের দেশে অমুক বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এক জন ব্যক্তি মার্কিন দেশে স্ত্রী পুরুষে দুইজন ব্যক্তি। মার্কিন দেশে বিবাহ করিলে এক জন মনুষ্য দুই জন হন, তাঁহার বুদ্ধি বল দ্বিগুণ বাড়ে, আমাদের দেশে বিবাহ করিলে বরং এক জন মনুষ্যের খানিক কমিয়া যায়। অমুক বাবুর পুত্রটী খুপ বিদ্বান হইতে পারেন, কিন্তু তাহার কন্যা নিতান্ত অজ্ঞ, অমুক এম, এ নিজে খুপ বিদ্বান কিন্তু তাহার শরীরার্দ্ধ তাহারি মত মূর্খ, এরূপ অবিচার বোধ হয় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নয়। স্ত্রীলোকের ক্ষমতা কত দূর তাহার কতক মার্কিন দেশে পরীক্ষিত হইয়াছে।

আমরা কথায় কথায় প্রসন্ন ময়ীকে ভুলিতে ছিলাম। আমরা পুস্তিকা খানি হইতে উৎসর্গটী ও একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পুস্তক খানি উৎসর্গ তাঁহার পিতা দুর্গাদাস বাবুকে করা হইয়া হইয়াছে।

বাবা॥ দেখুন, আমি ছেলেম করিয়া আধ আধ ভাষায় একটি রচনা করিয়াছি; ইহার নাম "আধ আধ ভাষিণী,, রাখ্‌লে কি হয় না? কেননা এখনও ভাল ক-রে লিখ্‌তে পড়্‌তে ও কথা বল্‌তে শিখি নাই॥ দেখুন দেখি, প্রতিমা গড়্‌তে কিরেও গড়িয়াছি? আপনার যত্ন কি কিছু সফল হ-ইয়াছে; আশ্বাস পাইলে ক্রমে উন্নতির চেষ্টা করতে পারি॥

পিতৃপদে ভক্তি উপহার

হে পিতঃ এহেন সাধ্য কি আছে আমার। দেই গো তোমার পদে ভক্তি উপহার॥ বাল্য কাল হতে মোরে কতই যতনে। করিয়াছ শিক্ষা দান আনন্দিত মনে॥ অন্ধকে যেমন চক্ষু দান করে লোকে। সেই রূপ চক্ষু দান করিয়াছ মোকে॥ ওহে গুরো! এই মম ভক্তি উপহার। গ্রহণ করিবে পদে মিনিত আমার॥ তব যোগ্য নহে বটে এই পদ্য খানি তথাপি বিনয় করি যুড়ি দুই পানি॥

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রী—লিখেন যে গোহাটিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ বালিকাই ইতর লোকের সন্তান। এই নিমিত্ত পরিনামে এই বিদ্যালয়টি দ্বারা যে শুভ ফলোৎপত্তি হইবে বোধ হয় না।

ঝালকাটির কোন ব্যক্তি—লিখেন যে বরিশালে দিন দিন তস্করের ভয় বৃদ্ধি হইতেছে। সে দিবস মহারাজ গঞ্জ পুলিসের সম্মুখে এক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। সাহেব গঞ্জেও সে দিবস একটি ক্ষুদ্র ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত।

নূতন রাজনীতিবেত্তা।

অমৃত বাজার পত্রিকা খানি আমি প্রায় মন নিবেশ পূর্ব্বক পড়ি। এখানি নূতন ধরনের পত্রিকা। ইহা পড়িতে অনেক সময় আমার আমোদ হয়, ফল ধন্য আপনাদিগের সাহস। আপনাদের কি ইংরাজ রাজ্যে বাস, না চন্দ্রনগরের মধ্যে অমৃতবাজার? আপনারা ইংরাজ দিগের দাঁতের উপর তাহাদিগকে যে রূপ শক্ত কথা বলেন, তাহাতে বোধ হয় আপনারা উন্মাদ। তবে অমৃত বাজার পত্রিকা সম্বন্ধে আমার গুটী কয়েক কথা আছে।

অধীনতা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ নয়। সুতরাং এ অস্বাভাবিক অবস্থায় পতিত হইয়া মনুষ্যেরা কখনই স্থির ভাবে থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই নিমিত্ত এত পরিবর্ত্তন এবং ভারতবর্ষিয়গনের এত দুর্দ্দশা। ইংরাজ অধীনে এদেশে যত সুশাসন হউক না, এখানে এক দিন না এক দিন একটী রাজ্য বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ভারতবর্ষিয় গণ হয় বিলুপ্ত হইবেন, নয় স্বাধীন হইবেন। এদেশীয় গণ যেরূপ কঠিন প্রাণী, তাহাতে ইহারা বিলুপ্ত হইবেন না। তাহা হইলে মুসলমান দিগের অত্যাচার ইহারা সহ্য করিতে পারিতেন না! ভারতবর্ষিয় গণ স্বাধীন হইবে এবং যদি ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিরোধ না করা যায়, তবে ইংরাজেরা দেশময় রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ সংস্থাপন করুন, গ্রামেং দুর্গ নির্ম্মাণ ও সুশিক্ষিত সৈন্য রক্ষা করুন, তথাচ ভারতবর্ষিয়গনকে স্বাধীনতা উপলব্ধ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য নাই। আমরা দুইটী স্বতন্ত্র উপায় দ্বারা স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারি। একটী ইংরাজ দিগের অত্যাচার নিবন্ধন, আর একটী আমাদিগের উন্নতি দ্বারা। ইহার দুইটীর ফল দুই রূপ।

আপনারাই লিখেন যে, বিষে বিষ কাটে। ইংরাজেরা এদেশীয়গণকে অধীনতা শৃংখলে আবদ্ধ রাখিতে যত যত্ন পাইবেন, তাঁহারা ইহাদিগকে স্বাধীন হইবার নিমিত্ত তত উত্তেজন করিবেন। এই অত্যাচার গুলি নিবারনের পথ যত অপরোধ থাকিবে, অধীনতা কষ্টের আগুন তত গাঢ় ও প্রখররূপে ভারতবর্ষিয় গণের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং শেষে এই অত্যাচার নিবন্ধন দেশীয়গন ঐক্য হইবে, দুঃখের অবস্থায় লোকে যে রূপ ঐক্য হয় এমন কিছুতেই না এবং ঐক্য হইলে ইংরাজ গণ নিশ্চয় পরাস্ত হইবেন।

আপনারা এ আগুনটী বাহির করিয়া দিতেছেন। ইহাতে আপনাদিগের মনোগত ভাব যাহা থাকুক, কার্য্যে ইংরাজ গণের পরমোপকার হইতেছে। তাহারাও বোধ হয় এটী বুঝিয়া আপনাদিগের এত গালি খাইয়া চুপ মারিয়া আছেন, সুতরাং ভারতবর্ষকে এরূপ আগুন জ্বালিয়া স্বাধীন করিতে চান এরূপ যদি কোন সম্প্রদায় থাকেন অমৃত বাজার পত্রিকার উপর তাহারা ভারি বিরক্ত হইবেন। তবে আপনারা আমাদিগকে ও রাজ পুরুষ দিগকে অনেক উপকার করিতেছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরাও রাজপুরুষেরা ইহাতে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছি। আপনারা আর একটু ঠাণ্ডা হইলে বোধ হয় ইহা চেয়ে কাজ হয়। কিন্তু আমি আপনাদিগের সম্বন্ধে একটী কথা এক্ষন বলিয়া রাখি, আপনারা বিরক্ত হইবেন না। অমৃত বাজার পত্রিকা এক্ষণও তত গন্য গণনার মধ্যে হয় নাই, এমন কি অনেকে অদ্যাপি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকার মধ্যেও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ পদ দিতে অস্বীকার হন, কিন্তু আপনারা যেরূপ বেগে চলিতেছেন, তাহাতে সম্ভবত শীঘ্রং চড়িয়া উঠিবেন এবং তখন আপনারা এভাবে চলিতে কি পারিবেন? তখন আপনাদের শত্রু দল বাড়িবে এবং সকলে যাহার যে অস্ত্র আছে আপনাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। এবং তাহা নিবারন কি সহ্য করেন, তত সামর্থ্য কি আপনাদিগের আছে? যদি থাকে, তবে মঙ্গলের বিষয় বটে। ফল যদি তখন পরাস্ত হন, তবে এক্ষন একটু রয়ে বসে চলিয়া শেষ রক্ষা করা উচিত।

আপনাদিগকে আর একটী কথা বলিব; যদি মনে লাগে তবে কথাটী রাখিবেন। আপনারা ইংরাজিটী দাবেং দেন না কেন? আমার ইচ্ছা যে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহা দেন, তাহাও থাকে, আরও দুই এক কলম ইংরাজি লিখিবেন। পত্র খানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন॥

কলেজের অধ্যাপক।

বিবিধ।

আচার ব্যবহারের সহিত ক্রমেই শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত হয়। যে শব্দ এ শতাব্দীতে প্রশংসা সূচক সে শব্দ অন্য শতাব্দিতে গালি সূচক হইতে পারে॥ এই নিমিত্ত অভিধানের সাময়িক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত এক খানি নূতন অভিধান আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৭ টাকা। অভিধান কিরূপ হইবে আমরা তাহা এক্ষনে বলিতে পারি না, তবে ঐ পুস্তকের রাজনৈতিক বিভাগ হইতে কয়েকটী শব্দ অর্থ ও টিকা সম্বলিত প্রকাশ করা গেল, ভবিষ্যতে সামাজিক আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিভাগ হইতেও ঐ রূপ প্রকাশ করা যাইবে॥ এ অভিধানে একটু নূতনত্ব আছে, ইহাতে শব্দের অর্থ ও আছে, কোন কোন দুরূহ পদের অর্থও আছে॥

পুরাতন শব্দ	অধুনিক অর্থ।
টাকা।	গাত্রের রক্ত॥
সাহেব॥	ব্রাহ্মণ, অতি উচ্চ ব্যক্তি॥
বাঙ্গালি॥	এক প্রকার অদ্ভুত জানোয়ার ও ইহাদের মধ্যে পুরুষ নাই॥
হিন্দু॥	বলদ॥
ভারতবর্ষ॥	একটি দেশ॥ লংকা॥
০	পুনশ্চ, এখানে শ্রীরামচন্দ্র তাহার সহচর লইয়া রাজ্য করিতেছেন॥
ভারতের বন্ধু॥	শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সেনাপতি॥
জেল	গবর্ণমেণ্টের কারখানা।
পুলিস॥	একদল কণ্ট্রাক্টর, যাহারা গবর্ণমেণ্টের জেল কারখানার নিমিত্ত অবৈতনিক কুলি সংগ্রহ করে॥
পেনাল কোড॥	ডেকোর আইন॥
ইনকম ট্যাকস॥	লুণ্ঠন॥ দিবাভাগে ডাকাইতি॥
সিবিল সর্বিস।	দোহন করিবার যন্ত্র॥
মিলিটারি সর্বিস॥	গবর্ণমেণ্টের উপাস্য দেবতা।
লেজিসলেটিব কৌন্সিল।	নাট্যশালা।
পবলিক ওয়ার্ক।	পেটুক। হাউড়ে॥ ভস্ম কীট॥ একপ্রকার জন্তু যাহাদের কখন উদর পূর্ত্তি হয় না অথচ গায় লাগে না॥
রেবিনিউ বোর্ড॥	যাহারা পেন্সন পান॥
কৃষক দিগকে বিদ্যাদান॥	চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভঙ্গ করা
রথ্যাকর॥	ঐ

বিজ্ঞাপন।

আগামি আপ্রিল মাসের প্রাক কালে বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের ন্যূনাধিক চৌদ্দটি হস্তী ঢাকায় বিক্রয় হইবে। দিন নিরূপন হইলে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে। ঐ সকল হস্তি হৃষ্ট পুষ্ট ও সচারাচর কর্ম্মে লাগিবারমত উচ্চ এবং অতি উপযুক্ত।

কর্ম্মখালী।

পিলজঙ্গ ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ২ য় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে মাসিক বেতন ২৫ টাকা॥ যাঁহারা এল, এ পরিক্ষা দিয়াছেন তাহাদের আবেদনই বিশেষ আদরনীয়।

পিলজঙ্গ ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পদ শূন্য আছে মাসিক বেতন ১৫ টাকা। যাহারা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সংস্কৃতে বিশেষ দক্ষ তাঁহাদের আবেদনই বিশেষ আদরনীয়।

বাগের হাট ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পদ শূন্য আছে মাসিক বেতন ১৭ টাকা। যাঁহারা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের আবেদনই বিশেষ আদরনীয়।

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগন ২০শে মার্চ্চের মধ্যে আমার কাছে আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীকালী প্রসন্ন সরকার
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
বাগেরহাট

সংকলিত।

যশোরের অন্তর্গত ছান্দড়া স্কুলের নিমিত্ত এক জন প্রধান শিক্ষকের আবশ্যক। বেতন ৩০ মাগুরা সারকলের ডেঃ ইনস্পেক্টর বাবু প্যারি মোহন সেনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শান্তিপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য। বেতন ৩৫ হইতে ৪০। যাহারা বি, এ, পাস করিয়াছেন, তাহাদের আবেদনই অধিক সমাদরণীয়।

কুষ্টিয়া ইং বাং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। বেতন ৫০। সত্বর ৬০ টাকা হওয়া সম্ভাবন।। এন্ট্রান্স ক্লাস যাহারা উত্তম রূপে পড়াইতে পারেন, তাহারাই আবেদন করিবেন। কুষ্টিয়া স্কুলের অনারেরী সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সুলতন গাছা হায়ার ক্লাস ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য। বেতন ৩৫। বাবু কেদার নাথ গাঙ্গূলী, সুলতন গাছা স্কুল, মাগুরা এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

মাঘিরা ইং বাং স্কুলের নিমিত্ত এক জন প্রধান শিক্ষকের আবশ্যক। বেতন আপাতত ২০, গবর্নমেণ্ট সাহায্য পাইলে ২৫ হইবে। এন্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ন দিগের আবেদন সমধিক আদরণীয়। উক্ত স্কুলের নিমিত্ত এক জন পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন ১০, গবর্নমেণ্ট সাহায্য পাইলে ১৫ হইবে। আবেদনকারী দিগের সংস্কৃত জানা চাই।

নিম্নে যশোর স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের প্রেরিত একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছি॥ ভরসা করি ব্রাহ্ম পাঠক মহাশয়গন, বিজ্ঞাপন লিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর সাদরে প্রদান করিবেন॥

ডাক্তার হাণ্টার এদেশের একখানি গেজেটিয়র লিখিতেছেন। তাহাতে ব্রাহ্মদিগের বিষয়ে অনেক গুলি বিবরণ চান॥ যশোরের ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম দিগের ইতিবৃত্ত লিখিবার ভার অত্রত্য কালেক্টর সাহেব আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। অতএব ভরসা করি যশোরের নানা স্থান ও ব্রাহ্ম ভ্রাতারা মার্চ্চ মাসের মধ্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট নিম্ন লিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

১। সমাজ কখন স্থাপিত হয়? এবং সংপ্রতি না থাকিলে, কখন উঠিয়া গিয়াছে?

২। স্থাপন সময়ে ও এখন সভ্যের সংখ্যা কত। তাঁহারা কোন কোন জাতি ও কি প্রকার অবস্থার লোক? স্থানীয় ও ভিন্নস্থানীয় তাহার মধ্যে কতটী।

৩॥ কি প্রণালীতে উপাসনা হইত বা হয়? স্থাপন সময় হইতে উপাসনা পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে কেমন?

৪। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনাবধি হিন্দু সমাজের সংঙ্গে কোন রূপ বিবাদ হইয়াছিল কি না? তাহার সংক্ষেপ বিবরণ।

৫। ব্রাহ্ম সমাজ দ্বারা সামাজিক কোন উপকার ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে কি না?

৬। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে কোন ক্রিয়া (বিবাহাদি) হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত॥

৭॥ অবনা জাতির মধ্যে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মে আছেন কি না?

৩ মার্চ্চ সন ১৮৭০ } শ্রীউমাচরণ দাস
হেড মাষ্টার যশোরস্কুল

আমরা প্রচীন বাঙ্গলা কবি দিগের গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। বিষয়টী বহুব্যয় সাধ্য, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী॥ সংপ্রতি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সটিক, ও সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে মূল্য স্বাক্ষর কারীদের প্রতি ১ টাকা অনূন ২০০ গ্রাহক হইলেই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছু গন নিম্ন স্বাক্ষকারীর নিকট লিখিয়া জানাইবেন।

যশোর } শ্রীজগবন্ধু ভদ্র
শ্রীরামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
যশোহর স্কুল।

"এস্কল্ আস্কীন,,
অথাৎ

মাকেবা মসাহেদা কিরূপে করিবে সেই সকল ভেদ বাঙ্গলায় সত্তর মুদ্রিত হইবে। বিক্রয়ার্থে যশোহর মাতাবদিন খলিফার দোকানে এবং আমার সঙ্কর পুরের বাটিতে আছে মূল্য।০ আনা ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহনাকাঙ্খী ছাহেবেরা আমার নিকট লিখিলে পাইতে পারিবেন।

যশোহর সঙ্কর পুর } মুনসী অছিমদিনমাহম্মদ

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটি, পটুটোলা, পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

মদ্রচিত "ভারতের হীনাবস্থা,, যশোর গবর্নমেণ্টস্কুল ও কোন কোন গ্রাম্য স্কুলে প্রচলিত হইয়াছে; যাহারা উক্ত পুস্তক গ্রহণেচ্ছু, আমার নিকট ডাক মাশুল সমেত ৴ আনা পাঠাইলে পাইতে পারিবেন

যশোর গবর্নমেণ্ট স্কুলের
দ্বিতীয় শিক্ষক

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট।

বাবু চন্দ্র নারায়ন ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবুদুর্গা মোহন দাস, উকিল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগনঅমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারামূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান

ব্যারিং কিম্বাইনসাফসয়েণ্ট পত্রাদি আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম
অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩.		১॥০
ত্রৈমাসিক	২		৸৴
প্রত্যেক সংখ্যা	।০		৴

বিনা অগ্রিম

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸০		১॥
ত্রৈমাসিক	৩		৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নির্ণয়।
প্রতিপংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵
চতুর্থ ও তোধিকবার	৴

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীতও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মুল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫টাকার বা ততোধিক মুল্যেরপুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

সর্পা ঘাত।
অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্পদংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানেআছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মুল্য।০ আনা। ডাকমাশুল ৴০ আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পরিবেন

অমৃতবাজার } শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
নেটিবডাক্তার

☞ এই পত্রিকা যশোহরঅমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাসচন্দ্ররায় দ্বারা প্রকাশিত হয়